আইজিএফ বাংলাদেশের প্রস্তুতি সভা

ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি

জাহিদুল হক খান

গত ৮ মে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম তথা বিআইজিএফের উদ্যোগে আজারবাইজানের বাকুতে ৬-৯ নভেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিতব্য সপ্তম ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম তথা আইজিএফের প্রাক্কালে বাংলাদেশের প্রস্তুতি বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে কমপিউটার জগৎ, অংকুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন তথা বিএনএনআরসি।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদ পিএসসি। সভায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নওগাঁ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও সেন্টার ফর ই-পার্লামেন্ট রিসার্চের চেয়ারম্যান ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, সপ্তম ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের সম্মেলনের প্রাক্কালে আজকের এ সভা আমাদের করণীয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রধান অতিথি হাসানুল হক ইনু ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাটের সমালোচনা করে সঙ্গতকারণেই ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি করেন।

তিনি বলেন, ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের ফলে সরকার যত রাজস্ব পায় ভ্যাট প্রত্যাহার করলে দেশ লাভবান হতো তারচেয়ে কয়েকগুণ। অথচ সরকার ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর কর আরোপ করে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা নেই এনবিআর কর্তৃপক্ষের। কর তুলে দিলে কী পরিমাণ রাজস্ব আসত, সে সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকা উচিত ছিল রাজস্ব কর্তৃপক্ষের।

তিনি বলেন, আমাদের বাংলা কনটেন্টের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারসহ সবাইকে আরো মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। কনটেন্ট দিতে না পারলে ইন্টারনেটকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে না।

হাসানুল হক ইনু ডাটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং প্রাইভেসি অ্যাক্ট প্রণয়নের ওপর

গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আইকান গভর্নমেন্ট অ্যাডভাইজরি গ্রুপ এবং আইজিএফ বাংলাদেশ সরকারের অফিশিয়াল প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা গত তিন বছরে অনেকদূর এগিয়েছি, কিন্তু যতটুকু এগিয়ে যাওয়া দরকার ছিল ততটুকু এগুতে পারিনি। সময় এসেছে এ সম্পর্কিত বিধিবিধান হালনাগাদ করার।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে বেসরকারি অংশগ্রহণের পাশাপাশি সরকারি অংশগ্রহণ এবং পৃষ্ঠপোষকতা খুবই জরুরি।

সভার বিশেষ অতিথি বিটিআরসি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদ বলেন, আমরা ইন্টারনেট ব্র্যান্ডউইডথের দাম কমালেও সাধারণ মানুষ এ সুবিধা পায় না। এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। এ সুবিধাগুলো সাধারণ মানুষসহ সবার কাছে পৌঁছে দিলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হবে। ভবিষ্যতে আমরা এগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছি।

সভায় বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, গত বছর বিটিআরসি থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব দেয়া হয়েছে সরকারকে। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস তথা ভ্যাস গাইডলাইন নিয়ে মোবাইল অপারেটরদের সাথে বিটিআরসির অনেক দেন-দরবার চলছে, কিন্তু আমরা কনটেন্ট প্রোভাইডারদের স্বার্থ ছেড়ে দেব না। ভ্যাস দিয়ে শুধু মোবাইল অপারেটররা লাভ করবে তা হবে না।

সভার শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানান বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন তথা বিএনএনআরসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমান। তিনি মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য ও করণীয় নিয়ে অংশগ্রহণকারী সবার মতামত ও সুপারিশ প্রত্যাশা করেন।

সভায় দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপন করেন যথাক্রমে আমাদের গ্রাম উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রকল্প পরিচালক রেজা সেলিম এবং বিটিআরসির পরিচালক (সিস্টেম এবং সার্ভিস) লে. কর্নেল মো: রাকিবুল হাসান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসির কমিশনার এটিএম মনিরুল আলম, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএস সভাপতি মো: ফয়েজুল্লাহ খান, বেসিসের সাবেক সহ-সভাপতি শামিম আহসান, দৃক আইসিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম আলতাফ হোসেন, অংকুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার খালেদা ইয়াসমীন ইতি প্রমুখ।

ফিডব্যাক : zhaquekhan@gmail.com